হিজরত

আমার কাহিনী

উম্মু আছিয়া মুহাজিরাহ্

Disclaimer - এটা জেনে রাখুন যে হিজরত করা সহজভাবে নেয়ার কোন বিষয় নয়। আমার উপদেশ হলো প্রথমে হিজরত কি তা নিয়ে গবেষণা করুন, বিজ্ঞদের সাথে কথা বলে এর শর্ত এবং নিয়ম-কানুন সমূহ বুঝে নিন। আপনার কাজে কর্মে আল্লাহকে ভয় করুন, এই মহান বরকতময় দীনের বিশ্বস্ত এবং সম্মানিত আলেমদের বুঝিয়ে দেয়া ও ব্যাখ্যা করা উপায়ে সুন্নাহ মোতাবেক সবকিছু করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

“আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।” (সুরা আনআম-১৬২)

বিশ্বের অন্যান্য হাজারো মুসলিমের মতোই, তের বছর আগে যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকেই এটিই আমার নীতি। ইসলাম গ্রহণ করার পর বেশীরভাগ সময় পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করার দরুণ উম্মাহ যে ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে তা দেখে, আমি আর নিজেকে বেশীদিন আমার শত্রুদের মাঝে রাখতে পারলাম না। তাই আমি আমার সন্তানদের নিয়ে শামে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমার তিনটি সন্তান ছিল, এবং আমি একজন শহীদের (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) বিধবা স্ত্রী, যিনি পাশ্চাত্যে বসবাস করেছেন এবং তাদের (পশ্চিমাদের) তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী আইনে কারাবন্দী ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তাঁর মুক্তির ব্যাবস্থা করলেন যার ফলে তিনি জিহাদের ভূমিতে সফর করে আসলেন এবং তাঁর (আল্লাহ্র) দয়া প্রাপ্ত (শহীদ) হলেন। যুক্তরাজ্য ছেড়ে আমি মিশর আসলাম, আমি এখনো আমার গন্তব্যে এসে পৌঁছাইনি, যেভাবে এটি অনেকের জন্য একটা বিরতি, তেমনি এটি আমাদের হিজরতের চূড়ান্ত গন্তব্যও নয়। অতএব আমি আমার হিজরত পূর্ণ করতে চাইলাম, এবং জিহাদের রাস্তায় আরোহণ করতে চাইলাম যাতে আমি আমার দায়িত্ব (মুসলিম হিসেবে) সম্পন্ন করতে পারি এবং আল্লাহকে ভয় করতে পারি, যেহেতু আমি এ ব্যাপারে সক্ষম ছিলাম। সে সময় আলেমরা[1] নারীদের হিজরত এবং জিহাদ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি। অতএব পরবর্তী পরিকল্পনা কি? একজন ভালো পারিবারিক বন্ধু আমার শামে চলে যাওয়ার ইচ্ছার ব্যাপারে জানতেন, সুতরাং শামে থাকা একজন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং যোগাযোগ স্থাপন করে দিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি আমার দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন, এক বিধবা, আমার তিন সন্তানসহ। সবসময় আমরা নিজেদের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করি, এবং এজন্য মুজাহিদ ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা অচিন্তনীয়, এবং অনুরূপভাবে কুফফারদের ভূমিতে থাকা অবস্থায় মুজাহিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকা কোন মুসলিমকে বিয়ে করাও চিন্তাতীত।

যেই সময় আমি বিয়ে করে শামে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমার এক মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে মারাত্নক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এটা আল্লাহ্র হুকুম যে সে এতটায় আহত হয় যে তার দুই পা ও হাত ভেঙ্গে যায় এবং সর্বাবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ্। আমি প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে এটি আমার পরিকল্পনা বাতিল করার সংকেত। কিন্তু হাসপাতালে আমার রাজকন্যার পাশে বসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, আপনার জন্য ক্ষতি কিংবা মৃত্যু যদি লিখা থাকে তবে তা আপনাকে খুঁজে নিবেই। আমি (প্রথমে যুক্তরাজ্যে এরপর মিশরে) তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ ভূমিতে ছিলাম, বুলেট, বোমা এবং রকেট থেকে বহুদূরে, তা সত্ত্বেও আমার মেয়ে প্রায় মারা যাচ্ছিল। অতএব, আমি আর দেরি না করে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যে কোন পরিস্থিতিতে শামে সফর করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যদি আমার বা আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তা যেন আল্লাহ্র জন্য হয়, যখন আমরা তাঁরই অনুগত এবং তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করি।

“আপনি একবারই মরবেন, অতএব তা যেন আল্লাহ্র জন্যই হয়”[2]

শয়তান কিভাবে একজন মুমিনকে তিনবার অপেক্ষায় রাখে সে সংক্রান্ত হাদিসটি আমার এক ভাল বন্ধু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি আমার মুল পরিকল্পনায় অটল থাকলাম, আমার মেয়ের দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া করলাম, এবং আলহামদুলিল্লাহ্, মাত্র একমাসের একটু বেশী সময়ের মধ্যে সে পুনরায় হাঁটতে সক্ষম হল।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ

“আদম সন্তানের ইসলাম গ্রহণের পথে শয়তান অপেক্ষায় থাকল এবং তাকে বললঃ ‘তুমি মুসলিম হতে চাও এবং তোমার পিতা ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও?’ কিন্তু সেই আদম সন্তান তার কথা অমান্য করল এবং মুসলিম হয়ে গেল। অতঃপর সে (শয়তান) তার জন্য তার হিজরত করার পথে বসল এবং বললঃ ‘তুমি তোমার ভূমি ত্যাগ করতে যাচ্ছ?’ কিন্তু সে তাকে অমান্য করল এবং হিজরত করল। তখন সে (শয়তান) তার জন্য তার জিহাদের পথে বসল এবং বললঃ ‘তুমি জিহাদ করতে চাও এবং এটি তোমার সম্পদ ও জীবন ধ্বংস করবে, এবং যখন তুমি নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করবে এবং তোমার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের দেয়া হবে এবং অন্যদের মাঝে বণ্টন করা হবে?’ কিন্তু সে তাকে অমান্য করল এবং ফি-সাবিলিল্লাহ জিহাদে অংশগ্রহণ করল।”

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “যে কেউ তা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এবং যে কেহ আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হবে, তবে আল্লাহ্তাকে জান্নাত দিবেন, যদি সে ডুবে যায় তবে আল্লাহ্তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি সে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে যায় এবং মারা যায়, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[3]

অতএব, আমাদের প্রতি মুহূর্তে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, যেহেতু আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের দাবী হল শয়তানের প্রতি অবাধ্যতা, যার ফলস্বরূপ, আমরা আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের আশা রাখি।

সুতরাং, প্রথমত, আমি আল্লাহ্এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যে এখানে এসেছি। যেমনটি আল্লাহ্ আমাদেরকে কোরআনে হুকুম করেছেনঃ

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।” (৪-৯৭)।

এবং আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "“তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের হুকুম দেয়া হলঃ যে তোমরা দলবদ্ধ (জামাত) হয়ে থাকবে, তোমরা শুনবে ও মান্য করবে, হিজরত ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে।”

তাই, হিজরত একটি বাধ্যতা, এবং আল্লাহ্র ইবাদত ও বশ্যতার একটি আইনত এবং প্রশংসনীয় রূপ।

শাম কেন? এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র, আমরা প্রতিদিন শিশু, নারী এবং বৃদ্ধ নিহত হতে দেখছি। আপনি কি আরও ভালো কোন জায়গা খুঁজে নিতে পারতেন না? বেশ, নবী (সঃ) বলেছেনঃ

“তোমরা তিনটি বাহিনী গঠন করবে, একটি শামে, একটি ইরাক এবং একটি ইয়েমেনে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন হাওয়ালা বললেন; ‘হে আল্লাহ্র রাসূল আমার জন্য একটি বাছাই করে দিন।’ অতঃপর রাসূল (সঃ) বললেন ‘শামে যাও। যে কেহ এটি করতে অক্ষম, তাঁর ইয়েমেনে যাওয়া উচিত কেননা আল্লাহ্শাম এবং এর লোকদের আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন।’”

দ্বিতীয়ত, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে এবং আমার পরিবারকে বাঁচাতে আমি এখানে এসেছি, যেমনটি আল্লাহ্আমাদেরকে হুকুম করেছেনঃ

“মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর,...” (৬৬-৬)

১. ইসলামী পণ্ডিত ২. শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম(রহঃ) ৩. সুনান আন নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড ১৯, হাদিস ৩০৮২।

আল্লাহু আকবার, পাশ্চাত্যে বসবাস করে, আমরা প্রতিদিন তাই দেখতাম যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। এবং আমাদের সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যা কিছু আমরা দেখি এবং শুনি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব। কুফফারদের ভূমিতে বসবাস করা, হিজরত না করা, এমনকি ভালো কাজের আদেশ না দেয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ না করা খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। আমাদের মধ্যে কে এমন বলতে পারে যে চারপাশের এই খারাপিগুলো থেকে আমরা নিরাপদ? বিগত কয়েক বছরে এমন অনেক বোনকে দেখেছি যারা সমাজের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে ইসলামকে বিসর্জন দিচ্ছে... বরকতহীন একটি সমাজ, একটি সমাজ যা নিরীহদের রক্তে গড়া, যা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

অবশ্যই এটা সত্যি যে এখানেও মানুষ পাপ করে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই তা তুলনার ক্ষেত্রে পশ্চিমে আমরা যা দেখেছি তার ধারে কাছেও না। পক্ষান্তরে এখানে, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মহান দ্বীন পালনে, সৎকাজে সহায়তা ও অসৎকাজে নিষেধ করা, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, নিন্দুকদের নিন্দাকে ভয় না করে সত্য বলার, জিহাদ করার এবং যারা দুনিয়ার বুকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত তাদের সাথে বাস করার স্বাধীনতা রয়েছে।

আল্লাহ্ বলেনঃ

“হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।” (সুরা আল আনকাবুত-৫৬)

সাইদ ইবন জুবাইর বলেনঃ “হে আমার প্রিয় বোনেরা, ইব্রাহীম (আঃ) এর হিজরত ব্যতিত কি আর উত্তম হিজরত আছে?”

আমাদের নবী (সঃ) বলেছেন, “হিজরতের পর হিজরত হবে, এবং তাদের হিজরত শ্রেষ্ঠ হবে যারা ইব্রাহীম (আঃ) এর হিজরতকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করবে, এবং তিনি শামে হিজরত করেছিলেন।”

তৃতীয়ত, আমি এসেছি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে যারা ইসলাম, এর অনুসারী এবং মুজাহিদদেরকে বিজয়ী করবেন।

“আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।” (সুরা আনফাল-৭৪)

মুজাহিদরা পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষ। এরাই হচ্ছেন তাঁরা যারা কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটান। এরা তাঁরা যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন, অতএব তাঁদেরকে ভালোবাসা, সহায়তা করা, তাঁদেরকে ও তাঁদের সম্মানকে রক্ষা করা মুমিনদের দায়িত্ব। তাঁদের সাথে থেকে, সমর্থন দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, এই পথে উৎসাহ দিয়ে আমরা তাঁদেরকে নুসরাহ[4] দিই, যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান নারীরা দিয়েছেন। এবং তাঁদের নুসরাহ দিই তাঁদের প্রতি আমাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কথা না বলে। শেষ দিন পর্যন্ত যেখানে জিহাদ চলবে সেই ভূমিতে মুজাহিদদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করে আমরা তাঁদের নুসরাহ দিই, তাঁদের এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে আল্লাহ্তাঁদের শহীদ হওয়া মঞ্জুর করার পরও আমরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে এই পথে (সংগ্রাম) চালু রাখব ইনশাআল্লাহ্। যাতে এই ধর্মকে বিজয়ী করতে পারি।

আমার হিজরতের চতুর্থ কারণ হল ‘আল-ওয়ালা আল বারা’। এটি ঈমানের অংশ, আমরা আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসি এবং ঘৃণাও করি আল্লাহ্‌র জন্য। অনুরূপভাবে আমরা মুমিনদের এবং সত্যের পথে সংগ্রামকারীদের সাথে থাকতে ভালোবাসি, কেননা আপনার হাশর তাদের সাথেই হবে যাদের আপনি ভালোবাসেন। এবং আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণার কারণে, আমরা তাই ঘৃণা করি যা আল্লাহ্ঘৃণা করেন, এবং মুমিনরা যা ঘৃণা করেন তাও। কাফির এবং যা কুফরির দিকে পরিচালিত করে সেগুলোকে আমরা ততটাই ঘৃণা করি যতটা আমরা জাহান্নামের আগুনে যেতে ঘৃণা করি।

পঞ্চমত, আমি হিজরত করেছি মুসলিমদের জামাতকে বৃদ্ধি করার জন্য, এবং আমি ও আমার পরিবারকে কাফির ও তাদের কাজ-কর্ম থেকে দূরে সরানোর জন্য।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে এই মুহূর্তে মুসলিম ভূমিগুলো নিরাপদ মনে হচ্ছে না, কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ তা দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাবে। পাশাপাশি, কাফিরদের সাথে থেকে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তাদের ব্যাংক স্ফীত করা, এবং তাদের সমাজ গড়া ও তাদের ‘সন্ত্রাস’ (ইসলাম) বিরোধী যুদ্ধে সাহায্য করার চেয়ে, আমি মুসলিমদের মধ্যে বাঁচা এবং মুসলিমদের মধ্যে মরা পছন্দ করি। প্রকৃতপক্ষে, আমার কোন প্রচেষ্টা এবং টাকা কাফিরদের দিকে না গিয়ে, মুসলিমদের দিকে যাওয়াই পছন্দ করি। কেননা আমরা আমাদের সম্পদ এবং কিভাবে তা ব্যয় হয়েছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব। পশ্চিমা বিশ্বে আমরা অনেকেই অল্প কিছু ইসরাইলী পণ্য বর্জনের জন্য সংগ্রাম করি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে আমাদের নিজেদের করের টাকায় আমরা মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করতে এবং মুসলিমদের সম্পদ ও ভূমি দখল করতে অবদান রাখছি না?

যারা আমাকে বলে যে আমি আমার এবং আমার সন্তানদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি, আমি তাদেরকে বলি আল্লাহকে ভয় করতে। আপনারা কি পবিত্র কুরআনের আয়াত পড়েননিঃ

“আমি মুসলিমদের জমায়েতকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং আমাকে ও আমার পরিবারকে কাফিরদের থেকে দূরে সরানোর জন্য হিজরত করেছি”

“ওরা হলো সে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।” (সুরা আলি ইমরান-১৬৮)

“আমি মুসলিমদের জমায়েতকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং আমাকে ও আমার পরিবারকে কাফিরদের থেকে দূরে সরানোর জন্য হিজরত করেছি”

আল্লাহর কসম, আমরা সকলেই মারা যাবো – “প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু...”(সুরা আলি ইমরান-১৮৫), কাজেই তা যেন আল্লাহ্‌র জন্য হয়। আমি আপনাদের এই আয়াতও মনে করিয়ে দিতে চাই “আপনি বলুন, আমাদের নিকট কিছুই পৌঁছুবে না, যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন তা ছাড়া; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।” (সুরা আত-তাওবাহ-৫১)

উপরন্তু, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিজেকে দূরে সরানোর আশায় আমি হিজরত করেছি। “যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।” (সুরা আত-তাওবাহ -৩৯)

আমি এখানে এসেছি আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভের আশায়, যেমনটি আল্লাহ্বলেনঃ

“আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুনাময়।” (সুরা আল বাক্বারাহ-২১৮)

চূড়ান্তভাবে আমি আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর বানী মনে করিয়ে দিতে চাই, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ

“আমাকে কিছু একটা করার জন্য বলুন?” তখন তিনি বলেনঃ “হিজরত কর কারণ এর মত আর কিছু নেই”[5]

শামে আপনাদের এক বোন হতে,
উম্মে আছিয়া মুহাজিরা।

৪. বিজয়, সহায়তা এবং সমর্থন ৫. সহিহ সুনান নাসাঈ, হাদিস নম্বর ৩৮৮৫